স্পট :
শাহবাগ মোড়

‘নেশা নয় ফুলকে ভালোবাসুন, ধূমপান ছেড়ে দিন ফুলের সৌরভ নিন’

সপ্তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসব, ঢাকা ২০০১ অনুষ্ঠিত হলো ২২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভেন্যু ছিল কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন। দর্শকদের উপচেপড়া ভিড় ছিল সেই উৎসবে। পাশেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। একটু দূরেই দেশের বড় দুটি হাসপাতাল ও আজিজ সুপার মার্কেট। আর বিচিত্র মানুষের ভিড়ে ব্যস্ত এই শাহবাগ মোড়। এসব নিয়েই এবারের ২৪ ঘন্টা... লিখেছেন **তাউস রানা** ছবি : **ইমদাদুল ইসলাম বিটু**

সকাল ৬.০০ : কুয়াশার চাদরে ঢাকা পুরো শাহবাগ মোড়। এখনো কাটেনি রাতের অন্ধকার। দুটো ট্যাক্সি ক্যাব ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে ট্রাকগুলো। ফুটপাতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে অনেকে। মর্নিং ওয়াক করতে বের হয়েছে অনেকে। একটি বাস থেকে তাবলিগ জামাতের কিছু লোক বের হয়ে এলো। রিকশা নিয়ে ছুটলো তারা কাঁটাবন মসজিদের দিকে।

৭.০০ : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফুলের বাজার শাহবাগ এলাকায়। ঢাকার পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ডান পাশে রয়েছে ফুলের হোলসেল মার্কেট। বাংলাদেশ ফুল সরবরাহ সমিতির ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত। এই সকালেই অনেক লোকের ভিড়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ফুল কিনতে এসেছেন পাইকারি ক্রেতাগণ। সকাল ১০টা পর্যন্ত কেনাবেচা চলবে তাদের। চিটাগাং থেকে ফুল কিনতে এসেছেন মোঃ বাচ্চু মিয়া। শাহবাগ বটতলা ছিন্নমূল ব্যবসায়ী সমিতির ব্যানারে লেখা– ‘নেশা নয় ফুলকে ভালোবাসুন, ধূমপান ছেড়ে দিন ফুলের সৌরভ নিন।’ একটি ফুলের দোকানের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন, সবই বিক্রি হচ্ছে এখানে।

৮.০০ : দু'টি বড় হাসপাতাল থাকায় শাহবাগ মোড়ে কিছু ওষুধের দোকান ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। এ.এম. ড্রাগ স্টোর তাদের মধ্যে একটি। কর্মচারী আনিস ও কামরুজ্জামান বসে

রঙিন সাজে চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান গেইট

দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলেন। রাত ১২টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত তাদের ডিউটি। বাকি সময় অন্য দু'জন ডিউটি করবেন। দৈনিক ১০ ঘন্টা ডিউটি করে মাস শেষে কত পান জানতে চাইলে বলেন, হাজার দুয়েক টাকা কপালে জোটে।

৯.০০ : মানুষের ভিড়ে ছেয়ে গেছে পুরো বারডেম হাসপাতাল এলাকা। ওয়েটিং চেয়ারে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে কয়েকশ' লোক। কাউন্টারে আঁকাবাঁকা হয়ে কয়েকটি লাইন চলে গেছে বহুদূর। ঢাকার নয়াবাজার থেকে সকাল ৮টায় এসেছেন শহীদুল হক। তিন বছর ধরে নিয়মিত চিকিৎসা করাচ্ছেন তিনি।

: এখানকার চিকিৎসা কেমন?

: ভালোই তো। তয় মানুষের চাপ খুব বেশি।

হাসপাতালের গেটে অন্ধ ভিক্ষুক চিৎকার করে বলছে, দেখেন ভাই, আমি অন্ধ মানুষ, আমাকে দয়া করুন, আল্লাহ আপনাদের ডাইবেটিস থেকে সুস্থ রাখুন। একজন মহিলা একটি ২ টাকার নোট দিয়ে চলে যাবার সময় বললো, ব্যাটার একটা চোখ দেখি ভালো।

: মহিলা বললো, আপনার একটা চোখ ভালো।

: কই ভাই? আগে জানলে মহিলার থাইক্যা ট্যাকা নিতাম না।

৯.৩০ : চারটি রাস্তার প্রত্যেকটির ফুটপাত ও রাস্তার কিছু অংশ ভিক্ষুক ও হকারদের দখলে। নিয়মিত পুলিশ পয়সা খাচ্ছে। বাড়ছে পথচারীদের দুর্ভোগ। পথচারী সোহেল ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো, এতো ঢাকার অতি পরিচিত দৃশ্য। যতই দিন যাচ্ছে আরও বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। কারো কোনো দায়িত্ববোধ নেই। সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও নেই।

ছবি দেখতে আসা দর্শকদের উপচেপড়া ভিড়

১০.৩০ : ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসব। বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরাম আয়োজিত উৎসবের মূল কেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন। এর সঙ্গে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ভারতীয় ও জার্মান সাংস্কৃতিক মিলনায়তনে। এবারের উৎসবের স্লোগান হচ্ছে, 'মুক্ত চলচ্চিত্র, মুক্ত প্রকাশ'। আজ উৎসবের ৫ম দিন। এ দিনের এই উৎসবে বাংলাদেশসহ ৩২টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। জানা গেল, প্রায় ৩০০ চলচ্চিত্র থেকে ১২০টা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

শাহবাগ মোড়ে ফুলের হোলসেল মার্কেট

১২.০০ : বারডেম হাসপাতালের সামনের রাস্তায় লোকজনের জটলা। শেরাটন সিগন্যাল থেকে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত গাড়িগুলো স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাফিক পুলিশ একজন রিকশাওয়ালাকে পেটাচ্ছে তার রিকশা সরিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু কোথায় যাবে সে, সামনে-পেছনে গাড়ি আর গাড়ি। মিরপুর-গুলিস্তান যাবার যাত্রীরা চিল্লাচিল্লি করছে। গাড়ির ড্রাইভার এনায়েতের হাত দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

: ভাই কি হয়েছে?

: গাড়ি থামিয়ে যাত্রী নামাইতে ছিলাম হঠাৎ পুলিশ সার্জেন্ট এসে মারধর শুরু করলো। কেন মারলো, কি অপরাধ কিছুই জানি না ভাই।

১২.২৫ : শাহবাগ মোড়ের চারটা রাস্তাই এখন বন্ধ। পুরো এলাকা জ্যামে ডুবে আছে। শপিং ব্যাগ বন্ধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিল। প্রায় ৭-৮ হাজার লোকের বিশাল মিছিল। প্লাকার্ড, ব্যানারে বিভিন্ন স্লোগান লেখা– পরিবেশ মন্ত্রীর চামচারা, হুঁশিয়ার সাবধান, শাহজাহান সিরাজের চিন্তাধারা শ্রমিকের পেটে লাথি মারা।

: শপিং ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এটা বন্ধের উদ্যোগকে প্রশংসা করা উচিত।

: কিসের প্রশংসা? আমাদের কর্মীরা কি করবো? আমরা কি করবো? আমাদের কি মইর‍্যা যাইতে কন?

পাশ থেকে অন্য একজন বলে উঠলো, ঢাকার পরিবেশ যদি নষ্ট হয় তার জন্য মেয়র দায়ী। আমরা ব্যবসায়ীরা দায়ী না।

১.০০ : স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রথম শো শেষ

আড্ডার জন্য সবার প্রিয় পাবলিক লাইব্রেরির সিঁড়ি

হয়েছে। সারিবদ্ধভাবে সবাই বের হয়ে আসছে। মিলনায়তনের গেটে কথা হলো উর্মি ও রাশেদের সঙ্গে।

: কোন ছবিটা ভালো লেগেছে?

: বুলগেরিয়ার দ্য আনওয়ান্টেড এবং ইউকে'র ডেথ অ্যান্ড দ্য মাদার।

১.৩০ : পাবলিক লাইব্রেরির ক্যান্টিনে দুপুরের খাবারের জন্য ভিড়। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মিলনায়তনের সামনের চত্বরে সবুজ ঘাসে বসে আড্ডা দিচ্ছে অনেকেই। পরবর্তী শো ৩টায়। অপেক্ষায় রয়েছে তারা। তখন দেখানো হবে ভারতের সাইন অব সাইলেন্স (তথ্যচিত্র), ইরানের দ্য থার্ড (কাহিনী চিত্র) এবং আয়ারল্যান্ডের সেকেন্ড হেল্পিং (অ্যানিমেশন)।

২.২০ : কাউন্টারে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে লোকজনে ভরে যাচ্ছে উৎসব প্রাঙ্গণ। মিলায়তনের ভেতরে ধারাবাহিক নাটক 'বিপ্রতীপের' শুটিং হচ্ছে। অভিনয় করছেন অগ্নিলা ও নায়লা। পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিম তাদের দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ওদিকে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের লোকজন পরিচালককে তাড়া দিচ্ছেন দ্রুত শুটিং শেষ করার জন্য। কথা হলো পরিচালকের সঙ্গে।

: 'বিপ্রতীপ' প্রচার তো শেষ হয়েছে, আবার শুটিং করছেন কেন?

: দর্শকপ্রিয়তা আর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি তাই আবার করছি।

৩.০০ : অ্যাম্বুলেন্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মুছে পিজি হাসপাতাল লেখা হয়েছে। পূর্বদিকে গেটের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক নামিয়ে ফেলা হয়েছে তা এখনো খালি। হাসপাতালের বারান্দায় কার্ড ফোন বক্সে তালা ঝুলছে। কতদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে কেউ বলতে পারে না। একটি দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মচারীর কাছে জানতে চাইলাম—

: হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা কি?

: বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো ছিল। এখন চোর-বাটপারদের পয়সা চুরির রাস্তা ক্লিয়ার হইছে।

৪.০০ : জাতীয় জাদুঘরের মেইন গেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেকেই আশাহত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। গুলশান থেকে পরিবার নিয়ে এসেছেন মঞ্জু। তার জানা ছিল না ৪টায় জাদুঘর বন্ধ হয়ে যায়।

জাদুঘরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এ ও বি ক্যাটাগরি মিলে প্রায় ৩৫ হাজার দর্শনীয় বস্তু রয়েছে যাদুঘরে। এছাড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শনী গবেষণা মিলে ১ লাখের কাছাকাছি হবে। প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজার দর্শকের আগমন ঘটে এখানে। যাদুঘরের প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে ২ টাকা।

৪.৪০ : ৫টার শোর সব টিকেট শেষ। তবু লোকজন কাউন্টারের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে এখনো অপেক্ষায় আছে হয়তো একটা টিকিট মিলে যাবে। একজন বললো, ভাই, জোর করে হলেও একটা টিকিট দ্যান না? টিকিট বিক্রেতা বললো, জোর করে ক্যামনে দিমু? একটা টিকিটও নেই, বিশ্বাস করুন ভাই। ৭টার শোর টিকিট আছে, নিতে পারেন।'

৫.১০ : মিলনায়তনের প্রবেশ পথে নিরাপত্তার জন্য মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মিডিয়া সেন্টারকর্মী রেজাউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে মিলনায়তনে প্রবেশ করলাম। পর্দায় তখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। আমিনুল ইসলাম পরিচালিত তথ্য চিত্রটির নাম সুন্দরবন। হঠাৎ একজন দর্শক বলে উঠলো, 'এইটা ছবি না গল্প'। পাশের কয়েকজন কথা শুনে হেসে উঠলো।

৬.০০ : সৃজনশীল পাঠক ও বইয়ের জন্য বিখ্যাত আজিজ সুপার মার্কেট। শুধু বইয়ের দোকান নয়, হস্তশিল্প ও উপহার সামগ্রীর কিছু দোকান রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দোকানদার জানালেন, গাজারুদের নিয়মিত আড্ডা হয় এখানে। পাশের বস্তির কিছু মাস্তান ছেলে জিনিসের দাম না দিয়েই চলে যায় ।

দশতলা ভবনের চারতলা পর্যন্ত মার্কেট, বাকি ছয়তলায় আবাসিক ব্যবস্থা। চারতলা পর্যন্ত ঘুরে দেখা গেল অধিকাংশ দোকানই তালাবদ্ধ। জাহিদ ক্রফটের স্বত্বাধিকারী মোঃ জাহিদ হোসেন সরকার বললেন, অনেকে আশা নিয়ে দোকান ভাড়া নেয়। অনেকে দোকান কিনে নেয়। যখন দেখে বেচাকেনা খুব একটা হয় না, তখন দোকান বন্ধ করে দেয়।

৬.৩০ : ৭টার শোর টিকিট না পেয়ে অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন। কাউন্টারের সামনে শর্টফিল্ম ফোরামের মানজারে হাসিন মুরাদের সাথে একজন দর্শকের কথা কাটাকাটি। দর্শক বলছেন, '৫টায় একবার এসেছিলাম, অগ্রিম টিকিট দেয়া হয়নি। এখন এসে শুনছি টিকিট শেষ। আপনাদের সিস্টেম ভালো না।'

৬.৪০ : ৫টার শো শেষ হয়েছে। জার্মান নাগরিক স্টেফি ও তার বন্ধু নাহিদের সঙ্গে কথা হলো—

চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মকর্তাদের আড্ডা

ক্যাপশান

: সিনেমাগুলো কেমন লাগলো?

: ভালো এবং এ ধরনের উৎসব প্রায়ই হওয়া উচিত।

তাদের পাশে দাঁড়ানো জিয়াউদ্দিন হায়দার ও আব্দুর রহমান ক্ষুব্ধভাবে বললেন, '৩টা ও ৫টার দুটো শোই দেখেছি। বাংলাদেশের সুন্দরবন ও কানাডার মাটিরিও ছাড়া একটা সিনেমাও ভালো লাগেনি। ছবির সিলেকশন ভালো হয়নি।' অন্য একজন দর্শক কলিম মৃধা অভিযোগ করলেন, 'ইউকে'র বাফতা নাইট ছবিতে বেশকিছু অফ সিন রয়েছে। যারা বাবা-মা'র সঙ্গে সিনেমা দেখতে এসেছে, বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে তাদের। এ সম্পর্কে স্টেফির সাজেশন হল– 'কি ধরনের ছবি দেখানো হবে সে সম্পর্কে দর্শককে আগেই জানিয়ে দেয়া উচিত'।

৭.৩০ : বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরামের সদস্য হওয়ার জন্য সারাদিন অনেকেই খোঁজখবর করেছে। এ সংগঠনের সদস্য ইকবাল আহমেদ খোকন জানালেন, যারা ফিল্ম সংশ্লিষ্ট কাজ যেমন শব্দগ্রহণ, ক্যামেরা চালানো, পরিচালনার কাজ জানে এবং যারা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে তারাই সদস্য হতে পারে।

: একেবারে নতুন কেউ সদস্য হতে পারে না?

: আজিজ সুপার মার্কেটের দোতলায় নিয়মিত কাজ ও যোগাযোগ করলে সদস্য করে নেয়া হয়।

৮.৪০ : শাহবাগ মোড়ে সবচেয়ে বড় ফুলের দোকান মাধবী পুষ্পকুঞ্জ। দোকানের স্টাফ নকিবের সঙ্গে কথা বলি–

: বিদেশে কি ফুল রপ্তানি হয়?

: আগে হতো এখন হয় না।

: কারণ কি?

: বিদেশে রপ্তানির জন্য যে কোয়ালিটিসম্পন্ন ফুল দরকার তা এ দেশে হয় না। এজন্য গ্রিন হাউস প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

ফুটপাতের ফুলের দোকানগুলো পুলিশকে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফুল ব্যবসায়ী জানালেন, পুলিশকে প্রতিদিন ৩০ টাকা এবং বৃহস্পতিবারে ৫০ টাকা দিতে হয়। লাইনম্যান টাকা তুলে পুলিশকে পৌঁছে দেয়।

৮.২০ : ৭টার শো এখনো শেষ হয়নি। মিলনায়তন থেকে একজন বের হয়ে এলেন। নাম সবুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করছেন।

: বের হয়ে এলেন কেন?

: কি দেখায়, ভাল্লাগে না।

৮.৪০ : বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের অফিসে কর্মকর্তারা আড্ডা দিচ্ছিলেন। কথা হল ফোরামের প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম খোকনের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ১৯৮৮ সালে প্রথম উৎসব হয়। তারপর থেকে দুই বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে এবারই সবচেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছেন।

: কারণ কি?

: প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতার জন্য সবচেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি।

৯.২০ : ওভারব্রিজের সামনে পুলিশ সার্জেন্ট ম্যাক্সি ড্রাইভার আকাশকে কান ধরে উঠবোস করাচ্ছেন। তার অপরাধ একটি মোটরসাইকেলকে থাক্কা দিয়েছিলেন। জানা গেল, মোটরসাইকেলটি ছিল দু'জন ডিবি ইন্সপেক্টরের। তারা ড্রাইভার ও হেলপারকে ইচ্ছামতো পিটিয়েছেন। তাদের চোখমুখ ফুলে গেছে। তারপর ড্রাইভার ও গাড়ির কাগজপত্র দেয়া হয়েছে পুলিশের কাছে। ম্যাক্সি যাত্রীরা জানালো, মূলত মোটরসাইকেল চালকের ভুলের জন্য এই দুর্ঘটনা হয়েছে।

১০.০০ : মিরপুর-গুলিস্তানের ৯ নম্বর বাস একটি রিকশার চাকার ওপর তুলে দিল। চাকা বাঁকা হয়ে গেল। রিকশাচালক ও কয়েকজন মিলে ড্রাইভারের কাছে ১০০টাকা দাবি করছে। একজন বলে উঠলো, 'ট্যাকা না দিলে ইটা ল, গ্লাস ভাইঙ্গা দেই।' ড্রাইভার ৫০ টাকা দিয়ে রিকশাওয়ালাকে শান্ত করলেন। ট্রাফিক পুলিশ দ্বীন ইসলামের কাছে জানতে চাইলাম–

: এত রাতেও জ্যাম কেন?

: কি জানি ভাই? খালি গাড়ি আর গাড়ি। এত গাড়ি কোনখান থাইক্যা আসে আল্লায় জানে।

১১.০০ : ওভারব্রিজের নিচে ১০-১২টি ট্যাক্সি ক্যাব স্ট্যান্ড করা হয়েছে। ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শাহবাগে এখানেই তাদের গাড়ি পার্কিং করার জায়গা। কিন্তু পাশে সাইনবোর্ডে লেখা আছে গাড়ি থামানো নিষেধ। ড্রাইভার রেজাউরকে বললাম–

এখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড করলো কারা?

কে আবার করবো? আমরা নিজেরাই করছি।

: কারো অনুমতি নেননি?

: কার অনুমতি নিমু? পুলিশ সার্জেন্ট আসে। পয়সা খায়, চইল্যা যায়।

১২.০০ : পূবালী ব্যাংকের বারান্দায় রফিকুল ইসলাম বসে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। জানা গেল, একটি ছেলে প্রতিদিন রাতে পুলিশের বেঁচে যাওয়া ভাত বিক্রি করতে আসে। আজ এখনো আসেনি। সেই ছেলের প্রতীক্ষায় বসে আছে সে। পাশে দুটো অল্প বয়সী ছেলে কাগজের ওপর জড়াজড়ি হয়ে শুয়ে আছে। তাদের গায়ে শার্ট ছাড়া কোনো কাপড় নেই। মাঝে মাঝে শীতে কেঁপে উঠছে। আরও জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে দু'জন দু'জনকে শীত থেকে বাঁচার জন্য, একটু উষ্ণতার জন্য। ওদিকে বাসের হেলপার শেষ যাত্রীদের উদ্দেশে গলা হাঁকাচ্ছে– উত্তরা, টঙ্গী, গাজীপুর। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে সেই ডাক পৌঁছে যাচ্ছে বহুদূর।

ফুল ছাড়া কি বিয় হয়?